মেহেরপুরে যৌন নিপিড়নের অভিযোগে বৃদ্ধ কারাগারে

মেহেরপুরে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আবুল কাসেম(৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গত ২৯ জুলাই আসামী আবুল কাসেমকে আটক করে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আসামী আবুল কামেস মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর খানপাড়ার মৃত হারু খাঁ’র ছেলে।

ঘটনার বিরনের যানা যায়, সুবিদপুর গ্রামের এক নাবালিকাকে প্রায়ই উত্তক্ত করতো আবুল কাসেম। এরই মধ্যে আবুল কাসেম ঐ নাবালিকা মেয়ের সাথে যৌন নিপিড়ন চালায়। এ ঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে- যার নাং- ৩৪। পরে ওসি(তদন্ত) আমিরুল ইসলাম আসামী আবুল কাসেমকে আটক করে কোর্টে চালান দেন।

ওসি(তদন্ত) আমিরুল ইসলাম জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর গত ২৯ জুলাই অভিযান চালিয়ে আসমী আবুল কাসেমকে আটক করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মেপ্র/এমএফআর

আমাকে নিষিদ্ধ করার কারণ আমি আজও জানি না: আজহারউদ্দিন

ম্যাচ গড়াপেটার কারণে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজহারউদ্দিনকে আজীবন নির্বাসিত করেছিল বিসিসিআই। কিন্তু আদালেতে এই নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন তিনি। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার কারণে আজহারউদ্দিনকে বিসিসিআই আজীবন নির্বাসনে পাঠায়।

তবে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে আজহারউদ্দিনের বিরুদ্ধে নির্বাসন

প্রত্যাহার করার জন্য বোর্ডকে নির্দেশ দেয় ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। ২০১২ সালে আদালত এটিকে ‘অবৈধ’ বলে অভিহিত করে।

ক্রিকেট পাকিস্তান ডটকমের ওয়েবসাইটে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে আজহারউদ্দিনতার জীবনের অন্যতম কঠিনতম সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যা ঘটেছে তার জন্য আমি কাউকে দোষ দিতে চাই না। তবে আমাকে নিষিদ্ধ করার কারণ আমি আজও সত্যিই জানি না৷

সাবেক ভারত অধিনায়ক আরও বলেন, তবে আমি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আমি কৃতজ্ঞ যে ১২ বছর পর আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। তারপর হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। পরে আমি বিসিসিআইয়ের এজিএম-এ যোগ দিয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট বোধ করেছি।

আজহারউদ্দিন ৯৯টি টেস্ট খেলেছেন। ৪৫ গড়ে ৬১২৫ রান করেছেন। তিনি ৩৩৪ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন ৯৩৭৮।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নিষেধাজ্ঞা কমলো ১৮ মাস, তবুও সন্তুষ্ট নন উমর আকমল

ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব গোপন করে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান উমর আকমল। তবে সেই সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন তিনি। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে গতকাল বুধবার (২৯ জুলাই) তার নির্বাসনের মেয়াদ ১৮ মাস কমানো হয়েছে। অর্থাৎ তিন বছের পরিবর্তে দেড় বছর পরেই ফের বাইশ গজে ফিরতে পারবেন এই পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান।

মেয়াদ কমে যাওয়ায় আগামী বছরের আগস্টে আবার খেলা শুরু করতে পারেন আকমল। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারক ও স্বতন্ত্র বিচারক ফকির মোহম্মদ খোকর আকমল ও তার আইনজীবী আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন শুনানির জন্য। সংক্ষিপ্ত শুনানির পরে, দুই সপ্তাহ আগে

সংরক্ষিত আপিলের ফলাফল ঘোষণা করেন তিনি।

এপ্রিল মাসে আকমলের উপর দু’টি ম্যাচ ফিক্সিং প্রস্তাবের চার্জ লাগানো হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি অপরাধের জন্য তিন বছরের নির্বাসনে পাঠানো হয় আকমলকে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী কোডে বলা রয়েছে যে, খেলোয়াড়দের অবশ্যই দুর্নীতির সকল পদ্ধতি কর্তৃপক্ষকে জানাতে বাধ্য থাকতে হবে।

কিন্তু নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করে আকমল অভিযোগ করেছিলেন যে, তার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এখনও সন্তুষ্ট নই কারণ অন্য খেলোয়াড়রাও একই অভিযোগে কম শাস্তি পেয়েছিল। ২০১৭ সালে সাবেক পাকিস্তানি পেসারমোওহম্মদ ইরফান একই অপরাধে এক বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন।

আকমল আরও বলেন, আমি আমার আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করব এবং এরপরে আরও নির্বাসন কমিয়ে আনার চেষ্টা করব।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনী জুগিন্দার জাফর আলী মেম্বর আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের জাফর আলী মেম্বর আর নেই। বৃহস্পতিবার সকালে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নি:স্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরীক নানা অসুখে ভুগছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটার দিকে তার জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

জাফর আলী ধানখোলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পাঁচ বারের মেম্বর। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিতি।

ধানখোলা ইউনিয়ন ‘খ’ ইউনিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন জাফর আলী।

তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় চলাচলের প্রধান সড়কে হাটুপানি

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের চলাচলের প্রধান সড়কে এখন হাটুপানি। এতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ জনগন।

স্থানীয় দের সাথে কথা বললে জানান, হালকা বৃষ্টিতেই হাটুপানি হয়ে যায় চলাচলের প্রধান সড়কটিতে। পানি বের হওয়ার ও কোন পথ নেই।

ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছাড়া বের হওয়ার ও কোন উপায় নেই। তবে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই আমরা।

যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে চরম ঝুঁকি। একটু অসাবধান হলেই পড়তে হবে মরণ ফাঁদের সেই গভীর পুকুরে। এ দিক দিয়ে দুর্ভোগে আছেন সকল প্রকার যানবাহন চালকেরা।

স্থানীয় জাব্বারুল ইসলাম জানান, বাসায় ছোট ছোট বাচ্চা সে নিয়েও আছি বিপদে না জানি কখন ছুটে যায় আর শুনতে হয় বিপদের কথা।

জানু রহমান জানান, নামাজে যাবার রাস্তাটাও তলিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে দুর্ভোগের স্বীকার হচ্ছে মুছল্লিগণ।

এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গ্রামের মেম্বার মহব্বত আলী জানান, কোন বছরেই এমন ঘটনা ঘটেনি এবার ভারীবর্ষণের ফলেই পুকুর ছাপিয়ে রাস্তায় এমন পানি জমেছে। তবে এর জন্য বড় ধরনের ড্রেনেজ ব্যাবস্থার প্রয়োজন। আমি চেষ্টা করবো যত দ্রুত সম্ভব এই কাজের সমাধান নিয়ে আসার।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, ভারীবর্ষণের ফলে রাস্তার এমন দষা সত্যিই দুঃখ জনক তবে এর ঠিক

ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব এখানে একটা ড্রেনেজ ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজ সম্পন্ন হলেই জনদুর্ভোগ লাঘব হবে।

আমলা যখন রিয়েল হিরো…

মুজিবনগরের হিরো খ্যাত উসমান গনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই যোগদান করেন। সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ইতোমধ্যে মন জয় করেছেন সবার।

করোনা মোকাবেলায় ওসমান গনির নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশব্যাপী বেশ সাড়া ফেলেছিল। মুজিবনগর থেকে সৃষ্টি বক্স সেপ হাট সারা দেশের মডেল। প্রধানমন্ত্রীও তার বক্স সেপ হাটের প্রশংসা করেছেন।

এছাড়াও করোনা প্রতিরোধে দিনরাত পরিশ্রম করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। তার প্রচেষ্টায় এখনো পর্যন্ত দেশের অন্যান্য উপজেলার মধ্যে মুজিবনগরে করোনা রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। ঝিনাইদহে কর্মরত থাকাকালে খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ ইউএনওর খেতাব পান তিনি।

করোনাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থেকেছেন সাধারণ জনগনের পাশে। মুজিবনগরের নির্বাহী অফিসার হিসেবে সাধারণ মানুষের ভরসার স্থান হিসেবে ছিলেন তিনি।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদন্নতি পেয়েছেন। উসমান গনির বিদায় মুজিবনগরের মানুষের সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়বিদারক। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আফসোস প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

একজন ইউএনও হিসেবে অফিসিয়াল কর্মকাণ্ডের বাইরে মানবিক বোধ সমপন্ন তিনি অনেক কাজ করেছেন। এতে অনেক অসহায়ের ভাগ্য বদলেছে। একজনকে গাঁজা খাওয়ার অপরাধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যেমে সাজা দিতে গিয়ে সাজার পরিবর্তে দিয়ে এসেছেন ঘর। একজন শিক্ষানুরাগী হিসেবে তার অবদান বেশ। তিনি মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের একজন

প্রতিবন্ধি মানুষের মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা করেছেন।

মেয়ের বাবা রতনপুর গ্রামের মাইকেল মন্ডল জনান, আমার মেয়ে মেঘলা মন্ডল। সে এবার বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাইন্স থেকে (এ+) পেয়েছে। আমার মেয়ের স্বপ্ন সে একদিন অনেক বড় হয়ে আমাদের কষ্ট ঘুচাবে। কিন্তু আমি একজন প্রতিবন্ধি মানুষ হয়ে আমার মেয়ের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারছিলাম না। তাই আমার মেয়েকে নিয়ে একদিন ইউএনও স্যারের কাছে গিয়েছিলাম।

তিনি আমার ঘটনা শোনার পর আমার মেয়ের পুরো পরাশুনার দায়িত্ব নেন। যেটা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। তবে তিনার বিদায়ের কথা শুনে খুব কষ্ট লাগছে। তবে সব সময় দোয়া করবো তিনি যেখানেই থাকুক তিনি ভালো থাকুক।

ঘর পাওয়া ইসলাম শেখ (বিহারী) জানান, আমাকে কোন এক কারণে ইউএনও স্যার জরিমানা করতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আমার ঘরবাড়ি দেখে তিনার মানবতার দিক থেকে আমাকে সাজা না দিয়ে একটি ঘরের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছেন। ইউএনও স্যারের মত লোক হয় না।

গৌরীনগর গ্রামের স্কুল শিক্ষার্থী ও মুজিবনগর কোভিট-১৯ ভলেন্টায়ার সদস্য সাবিরিন রহমান জানান, উসমান গনি স্যারের মত একজন একটিভ অফিসার এর আগে দেখিনি। তিনি কখনো অলস্য দেখান নি। স্যারের কাছে যে কোন সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি সাথে সাথেই সেই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন।

তাছাড়া আমি ভলেন্টিয়ার হিসাবে স্যারের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। যে কোন প্রয়োজনে স্যার আমাদের সব সময় সহযোগীতা করে এসেছেন। মুজিবনগরের মত জায়গায় এমন একজন একটিভ অফিসার থাকায় মুজিবনগর আগের থেকে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে স্যারের বদলির খবর শুনে খুব খারাপ লাগছে।

মুজিবনগর উপজেলার অনেকেই জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মুজিবনগরের মানুষের জন্য যা করেছেন এর আগের কোন ইউএনওকে এরকম ভাবে কাজ করতে দেখিনি। তিনি সাধারণ মানুষকে পড়তে পারতেন । এটি তার অনেক বড় গুন। উসমান গনি স্যারের মত একজন সৎ অফিসার পাওয়া সত্যিই একটা ভাগ্যের ব্যাপার। স্যার মুজিবনগর থেকে চলে গেলে আমার একজন ভালো অভিভাবক হারাবো। তার কাজ কর্ম মুজিবনগরের জন্য একটি স্মৃতি হয়ে থাকবে।

মুজিবনগরের হাজারো মানুষকে কাদিয়ে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনির অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, স্বাধীনতার সৃতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগরের মত জায়গায় চাকুরী করা একটি ভাগ্যের ব্যাপার। আমি এই জায়গায় একজন ইউএনও হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

মুজিবনগরের মানুষ, জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিক সহ সকলেই অনেক ভালো। তারা সকলেই আমাকে সবসময় সহযোগীতা করে এসেছি। সবচেয়ে বড় গর্ভের বিষয় হলো মেহেরপুর জেলায় একজন প্রতিমন্ত্রী আছেন। যিনি মন্ত্রালয়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্বে আছেন। তিনি সব সময় মুজিবনগরের উন্নয়নের কথা ভাবেন। সব সময় ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ভালো কাজ করার মত একটি সুন্দর পরিবেশ তিনি তৈরি করে দিয়েছেন।

এখানে চাকুরী করতে এসে এখানকার মানুষের জন্য আমার মনে অন্য ধরণের একটি মায়া জন্মে গেছে। সকলকে ছেড়ে, মুজিবনগর ছেড়ে চলে যেতে আমারো খারাপ লাগছে। তবে একজন সরকারি চাকুরীজীবী সারাজীবন এক জায়গায় থাকতে পারে না। সরকারের নিতিমালা অনুযায়ী সকলকেই বদলি হতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৫

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে নবীছদ্দিন (৬৩) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহত নবীছদ্দিন সদর উপজেলার উকতো গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সর্দি, কাশি, জ¦রে ভুগছিলেন।

এদিকে বুধবার চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে ২৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৫৮০ জন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, উকতো গ্রামের নবীছদ্দিন বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সর্দি, কাশি, জ¦রে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আসেন।

শ^◌াসকষ্টসহ করোনা উপসর্গ থাকায় তাকে আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি রাখা হয়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মারা যান তিনি। করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়ার তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

ডা. শামীম কবির আরো জানান, নবীছদ্দিন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়ায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এদিকে, বুধবার রাতে আসা করোনা পরীক্ষার প্রতিবেদনে ২৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৭ জন, আলমডাঙ্গায় ৬ জন এবং দামুড়হুদায় ২ জন আছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৫৮০ জন।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শেখপাড়ার ১ জন, জ¦◌ীনতলাপাড়ার ১ জন, ঝিনাইদহ পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ১ জন, ফেরীঘাট রোড ১ জন, কোর্টপাড়া ৩ জন, ঈদগাহ পাড়া ১ জন, বাগানপাড়া ১ জন, গোরস্তান পাড়া ১ জন, সাদেক আলী মল্লিক পাড়া ২ জন, নওদাবন্দ বিল ১ জন, দৌলতদিয়াড় ২ জন, গোপালনগর ১ জন, সিভিল সার্জন অফিস ১ জন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ১ জন, পাথিলা ১ জন, পুরাতন বাজার ১ জন, ভাঙ্গাবাড়িয়া ১ জন, বাবু পাড়া ১ জন, কলেজপাড়া ১ জন এবং দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনার ২ জন।

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ১১ জন

করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ও তার স্ত্রী সহ জেলায় ১১জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

বুধবার রাত ১০ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৫ জন। মৃত ৭ ও সুস্থ ৯৭ জন।

আক্রান্তদের মধ্যে গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক হামিদুল ইসলাম,তার স্ত্রী মুর্শিদা মল্লিক,কাজিপুর চেয়ারম্যান পাড়ার এনামুল ইসলাম,কাজিপুর ১ নং ওয়ার্ড এলাকার মুন্নি খাতুন,আমিনুল ইসলাম ও রাইপুর ইউপির হেমায়েতপুর বাজার পাড়ার ইসমাইল হোসেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ফার্মাসিস্টের মেয়ে ওয়াপদা পাড়ার অঞ্জনা হেলেনা ছেলে আশিক ও মেয়ে হাপসা ও সহ মুজিবনগরের গোপালনগরের আবুল কালাম ও রামনগর গ্রামের হাফিজুল ইসলাম।

সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে মেহেরপুর জেলার ২৪ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে এর মধ্যে ১১ জন করোনা পজেটিভ। আক্রান্তরা নিজ বাড়িতে থেকে চিকিৎসা সেবা নেবেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে করোনা আক্রান্তদের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সচেতনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। করোনায় আতংকিত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

হাসাদাহে জাতীয় সাংবাদিক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]